"মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ"

মাকসুদা আক্তার

শ্রেণীঃ দ্বাদশ

বিভাগঃ বিজ্ঞান

রোলঃ ৩৪৩

২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরকে কেমন দেখতে চাই।

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ক্ষুদ্র আয়তনের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশ। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এই দেশটি অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর। এই দেশের মাটি, বায়ু, প্রকৃতি সবার হৃদয় কে বিমোহিত করে। বাংলাদেশ সবুজে-শ্যামলে ঘেরা একটি মুগ্ধ করার মত দেশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা একটি।

আয়তন ও অবস্থানঃ

ঢাকা বিভাগের মধ্যে বৃহত্তম জেলা হল ময়মনসিংহ। এটি ১৯৮৭ সালের ১ মে জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ময়মনসিংহ জেলার আয়তন ৪,৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার। ময়মনসিংহ জেলার অর্ন্তগত ১২টি উপজেলা রয়েছে। উপজেলা গুরো হলো ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, গৌরীপুর, মুক্তাগাছা, ফুলফুর, হালুয়াঘাট, ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, গফরগাঁও, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল ও ধোবাউড়া। ময়মনসিংহ জেলার ইউনিয়ন সংখ্যা ১৪৬ টি এবং গ্রামের সংখ্যা ২৭০৯ টি।

দূষণমুক্ত পরিবেশ চাইঃ

জনসংখ্যা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সাথে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে। ফলে বাংলাদেশ এখন হুমকিসরূপ। বর্তমানে যে হারে CO_2 গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে অক্সিজেনের পরিমান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ময়মনসিংহে CO_2 এর প্রভাব ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে ময়মনসিংহ শহরে পরিবেশ দূষনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্চে। আমি ময়মনসিংহ শহরকে ২০৩১ সালের মধ্যে দূষণ মুক্ত দেখতে চাই। কারন ময়মনসিংহ শহর এভাবে দূষিত হতে থাকলে ২০৩১ সালের মধ্যে এর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। তাই আমার স্লোগান- "দূষণ মুক্ত পরিবেশ ময়মনসিংহকে লাগবে বেশ"।

যানজট নিরসনঃ

ময়মনসিংহ শহরে যানযট সমস্য প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্য ভোগ করছে প্রত্যেক স্তরের মানুষ। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। যানজট সমস্যার কারনে শিক্ষার্থীরা সঠিক সময়ে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারছে না। যা প্রভাব বিস্তার করছে জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথে। যানজটের ফলে বিভিন্ন ধরনের দূর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। গাড়ির চালকেরা নিয়ম অনুযায়ী গাড়ি পার্কিং করছে না, ট্রাফিক আইন মেনে চলছে না। যার ফলে ময়মনসিংহ শহরে যানজট সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। যানজট নিরসনের লক্ষে ময়মনসিংহের সিটি মেয়রেকে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায়, যানজট সমস্যার কারনে মানুষের ভোগান্তির সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

দুর্নীতিমুক্ত ময়মনসিংহঃ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মানুষ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না। ময়মনসিংহ শহরে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে যারা উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না। আবার দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অনেক মানুষ দেশের নামী দামী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল স্তরের মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে। যার ফলে আমাদের দেশে প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। দুর্নীতি সকল অগ্রগতির অন্তরায়। আমি চাই ময়মনসিংহ শহরকে ২০৩১ সালের মধ্যে দুর্নীতিমুক্ত দেখতে। কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একটাই অনুরোধ আমরা যেন যতা শীঘ্রই দুর্নীতির বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে পারি তার জন্য কর্তপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শিক্ষার প্রসারঃ

ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার শিক্ষার হার তুলনামূলক ভাবে কম। বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলার সাক্ষরতার হার ৩৯.১১%, যা একেবারে নগন্য। ময়মনসিংহ শহরকে উন্নয়নের পথে ধাবিত করতে হলে এর শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করতে হবে। তা না হলে ময়মনসিংহ শহরের মানুষ অন্যান্য শহরের তুলনায় মূর্খই থেকে যাবে। যা একবারে মেনে নেওয়ার মত নয়। তাই ময়মনসিংহ শহরকে বিশ্বের উন্নত শহরের সাথে তাল মিলিয়ে চারাতে চাইলে দ্রুত শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করা উচিত। এজন্য ময়মনসিংহের কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন শিক্ষা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি চাই ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহের শিক্ষার হার ১০০% এ উন্নীত হোক।

রাজনীতির প্রভাবমুক্ত ময়মনসিংহঃ

ময়মনসিংহ শহরে প্রতিনিয়ত রাজনীতির প্রভাব বেড়ে চলেছে। যার বেশীরভাগ শিকার হচ্ছে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী। রাজনীতির বিভিন্ন কর্মকান্ড বা কর্মসূচী ঘটতে দেখা যায় আনন্দ মোহন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি অঙ্গনে। বর্তমানে পিতা-মাতা সন্তানদেরকে ভাল প্রতিষ্টানে পাঠিয়েও স্বস্তি পায় না। এর কারণ একটাই আর সেটা হল রাজনীতি। রাজনীতির কবলে পড়ে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের চাঁদাবাজি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী প্রভৃতি কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা লেখাপড়া বাদ দিয়ে নানা ধরনের নেশা গ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। রাজনীতির ফলে জেদ ধরে মানুষ মারামারিতে লিপ্ত হয়। যার ফলাফল মৃত্যু বা পঙ্গুত্ব জীবন। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ অতি অভিলম্বে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে পিতা-মাতার মনের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আমি ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে রাজনীতিমুক্ত শহর হিসেবে দেখতে চাই। আর সুস্থ-সবল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় চাই।

লোডশেডিং বন্ধকরণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ

ময়মনসিংহ শহরে লোডশেডিং একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। মানুষ প্রতিনিয়ত এর ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। কিছু কিছু অবৈধ ব্যাবসায়ী অবৈধ ভাবে বিদ্যুৎ অপচয় করে। তাছাড়া আমাদের চাহিদা অনুযায়ী দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না। যার ফলে প্রতিনিয়ত লোডশেডিং এর শিকার হতে হচ্ছে। ময়মনসিংহ শহরের আশে পাশে এমন কতকগুলো গ্রাম আছে যেখানে আজও বিদ্যুৎতের আলো পৌছায়নি। তাই ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহের আশে পাশের গ্রাম গুলিতে বিদ্যুৎ এর সুব্যাবস্থা করতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। আর যারা অবৈধভাবে বিদ্যুৎ অপচয় করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এতে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার কোন ক্ষতি হবে না এবং সকল স্তরের মানুষ বিদ্যুতের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

আবর্জনামুক্ত পরিবেশঃ

ময়মনসিংহ শহরের রাস্তা গুলোর দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় এর চারপাশে শুধু আবর্জনা আর আবর্জনা। শহরের মানুষ ডাস্টবিনে আবর্জনা না ফেণে রাস্তার চারপাশে এমনকি ড্রেনের মধ্যে ফেলে। যার ফলে ড্রেনের মধ্যে আবর্জনা গুলো পঁচে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। এর দরুন পরিবেশ দিন দিন দূষিত হচ্ছে। দুর্গন্ধের কারনে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা কষ্টসাধ্যের ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। তাই ২০৩১ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে আবর্জনামুক্ত ময়মনসিংহ গড়ে তোলার লক্ষে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ময়মনসিংহে বিভাগ চাইঃ

ঢাকা বিভাগের মধ্যে ময়মনসিংহ একটি বৃহত্তম জেলা। ময়মনসিংহে একটি সরকারী মেডিকেল কলেজ, তিনটি জাতীয় ভার্সিটি, একটি পূর্ণাঙ্গ ভার্সিটি ও একটি কৃষি বিদ্যালয় রয়েছে। তাছাড়া ময়মনসিংহ শহরে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত রয়েছে। তাই ময়মনসিংহ শহরের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০৩১ সালের ভিতরে ময়মনসিংহকে বিভাগে রূপান্তরিত করার প্রয়াসে আহবান করছি।

হাসপাতালের উন্নয়নঃ

ময়মনসিংহ শহরে মাত্র একটি সরকারী হাসপাতাল রয়েছে। যার দরুণ বৃহত্তর ময়মনসিংহের জনসংখ্যার তুলনায় হাসপাতালের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। ফলে প্রতিনিয়ত চিকিৎসা গ্রহনের জন্য মানুষ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভিড় করছে। বর্তমানে হাসপাতালের অবস্থা খুবই শোচনীয়। হাসপাতালের নোংরা পরিবেশ সুস্থ্য মানুষকেও অসুস্থ করে তুলছে। রোগীর তুলনায় হাসপাতালে ডাক্তারের সংখ্যা, বেডের সংখ্যা, সেবিকার সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। রোগীরা সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছে না। চিকিৎসার অভাবে রোগীরা অকাল মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে। তাই ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিকেল হাসপাতালের সকল সমস্যা দূরীকরনে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি এবং ময়মনসিংহ শহরে আরও কয়েকটি হাসপাতারের স্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

বৃক্ষ নিধন রোধঃ

জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারনে দিন দিন মানুষের বাসস্থান বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যার তুলনায় ময়মনসিংহের আয়তন খুবই কম। এর দরুন মানুষ বৃক্ষ নিধন করে বাসস্থান নির্মাণ করছে। বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরে গাছপালা বেশী দেখাই যায় না। আমি চাই ময়মনসিংহ শহরে ২০৩১ সালের মধ্যে রাস্তার চারপাশে প্রচুর গাছপালা রোপন করা হোক এবং পার্কের মধ্যে বিভিন্ন ফুলের বাগান করা হোক। এতে পাখিরা তাদের আবাসস্থল খুঁজে পাবে। পাখিরা গাছের ডালে ডালে বাসা বাঁধবে। এতে ময়মনসিংহ শহরবাসী পাখির কলরবে মুগ্ধ হয়ে যাবে। গরমের দিনে মানুষ গাছের ছায়ায় বসে শরীর ও মণকে সতেজ করবে। ফলে গরমের উত্তাপ তাদেরকে দমাতে পারবেনা। তাছাড়া গাছপালার সমারোহে ঘেরা ময়মনসিংহ পর্যটন শিল্পে রূপান্তরিত হবে। বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটন এসে ময়মনসিংহে ভ্রমণ করবে। এতে ময়মনসিংহের কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সরকার আর্থিকভাবে লাভবান হবে। তাই বৃক্ষ নিধন রোধে এবং বৃক্ষ রোপন করার জন্য ময়মনসিংহবাসী ও কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

ব্রহ্মপুত্র নদকে সংরক্ষণঃ

ময়মনসিংহে তিনটি নদ-নদী রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা ও ধরলা। বাংলাদেশের বৃহত্তম নদ হল ব্রহ্মপুত্র। বর্তমানে এই নদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। কিছু লোক অবৈধভাবে এই নদের জমি দখল করে নিচ্ছে। সেচ দিয়ে পানি কমিয়ে নদের মাছ ধরছে। আগে ব্রহ্মপুত্র নদ পানিতে থৈ থৈ করত। কিন্তু আজ ব্রহ্মপুত্র নদের থৈ থৈ পানি তো দুরের কথা নদের মাঝ খান দিয়ে এখন হেঁটে একপার থেকে আরেক পারে যাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র নদের পানি এখন বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। কারন শহরের সমস্ত ময়লা, আবর্জনা, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ব্রহ্মপুত্র নদের পানিকে দূষিত করছে। পূর্বে বিকেলের গোধূলির আলোয় নদের পানি ঝকমক করত। কিন্তু এই দৃশ্য দেখা মানুষের জীবনে আমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের উচিত ব্রহ্মপুত্র নদ সংরক্ষনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কারন ময়মনসিংহের মাটি ব্রহ্মপুত্রের দান। ব্রহ্মপুত্র নদকে সংরক্ষণ না করলে এটি তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলবে এবং থাকবে না তার কোন অস্তিত্ব। তাই ২০৩১ সালের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদকে পানিতে ভরপুর দেখতে চাই। নদের চারপাশে গাছপালার সমারোহ দেখতে চাই।

ইভটিজিংমুক্ত ময়মনসিংহঃ

ময়মনসিংহ শহরে ইভটিজিং প্রতিনিয়ত লক্ষ্যে করা যায়। বর্তমানে ছোট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সের মানুষ ও এর শিকার হচ্ছে। ইভটিজিং এর ভয়াবহতা দিন দিন বেড়েই চরেছে। এর দরুন বাবা-মা সন্তানদেরকে স্কুল-কলেজে পাঠাতে ভয় পান। অনেক মেয়েদের ইভটিজিং সমস্যার কারনে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। আবার অনেক কে অকাল মৃত্যুকে বরন করে নিতে হচ্ছে। অনেক মানুষ লোক ভয়ে এসব ঘৃন্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে। মা-বাবা প্রতিবাদ করলে তাদেরকেও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে ভবিষ্যৎ এ মেয়েরা কীভাবে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য এগিয়ে যাবে। ইভটিজিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে সমাজকে জাগ্রত হতে হবে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে।

“Charity begins at home”

অর্থাৎ যে কোন ভাল কাজ করার জন্য আগে ঘর থেকে শুরু করা উজিত। যে কারনে ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রধম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঘরে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের উচিত ইভটিজিং সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট ও কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত ইভটিজিং এর মত অপরাধকে অবহেলা না করে তাকে গুরুত্বের সহকারে বিবেচনা করা। তাই আমি চাই ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরে যেন কোন ইভটিজার না থাকে। আমার মতে ময়মনসিংহ শহরের রাস্তায় রাস্তায় স্ক্রিন কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা উচিত। এর দরুন ইভটিজাররা ভয়ে কোন মেয়েকে উক্তত্য করতে আসবে না।

রূপকথার রাজ্য হিসেবে ময়মনসিংহঃ

আমি ময়মনসিংহ শহরকে ২০৩১ সালের মধ্যে রূপকথার রাজ্য হিসেবে দেখতে চাই। ময়মনসিংহ শহরে যেন রূপকথার দৈত্য নেমে আসে। ফলে শহরের মানুষকে কোন কষ্ট করতে হবে না। যার দরুন ময়মনসিংহের মানুষের ভোগান্তির শিকার হতে হবে। চাওয়া মাত্রই সব কিছু পাওয়া যাবে হাতের। এমন হলে আহ! কী মজাই না হতো! কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একটাই চাওয়া তিনি যেন ময়মনসিংহ শহরকে রূপকথার রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলেন। ছড়াকারের ভাষায়-"আয় আমার দৈত্য মামা

এসে দেখে যা,

ময়মনসিংহকে রূপকথার

রাজ্য বানিয়ে দিয়ে যা।"

আনন্দ মোহনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরঃ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার শিক্ষার্থীর তুলনায় পর্যাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় নেই। তাছাড়া নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা ময়মনসিংহের ভাল প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার জন্য পাড়ি জমায়। অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী ভাল প্রতিষ্ঠানে চান্স পায় না। কারণ বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই নগন্য। আনন্দ মোহন কলেজকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয় তাহলে অনেক শিক্ষার্থী তাতে পাঠদান করার সুযোগ পাবে। তাই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি তিনি যেন অতি অভিলম্বে আনন্দ মোহনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেন।

শেষ কথাঃ

আমাদের সকলের উচিত বৃহত্তর ময়মনসিংহকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মাধুর্যমন্ডিত করে তোলা ময়মনসিংহ শহরের সকল প্রকার সমস্য সমাধানে এগিয়ে আসা। ময়মনসিংহ শহরের সকল স্তরের মাসুষকে জেগে উঠতে হবে। সকল প্রকার নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন প্রকার দূষণ রোধ করার জন্য বিভিন্ন দল গছন করতে হবে। তাছাড়া দুর্নীতি; সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি প্রভূতির প্রভাব থেকে ময়মনসিংহ কে মুক্ত করতে হবে। তাছাড়া ময়মনসিংহ শহরের রাস্তাগুলোকে প্রশস্ত করতে হবে এবং যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ফুটপাতের অবৈধ দখলদারীদের উচ্চেদ করতে হবে। ময়লা-আবর্জনা রাস্তাঘাটে না ফেলে যাতে ডাষ্টবিন ব্যবহার করে সেজন্য কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি থাকতে হবে। এতেই ময়মনসিংহ শহরকে ২০৩১ সালের মধ্যে ডিজিটাল শহরে রূপান্তর করা যাবে।